R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন ঃ ৩৪-৯৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
অকল্পনীয় ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭০শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২১শে আষাঢ়, বুধবার, ১৩৯০ সাল ৬ই জুলাই, ১৯৮৩ সাল। | নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা বার্ষিক ১২৲, ডাক ১৪৲

গ্রামবাসীদের অসহযোগিতায় ভাঙ্গন রোধের কাজ বন্ধ, বিপন্ন এ্যাফ্লেক্স বাঁধ রক্ষায় প্রশাসন নির্ব্বিকার

বিশেষ সংবাদদাতা : গ্রামবাসীদের অসহযোগিতায় ঠিকাদাররা কাজ করতে না পারায় ফরাক্কা ব্যারেজ প্রকল্পে গঙ্গা ভাঙ্গন রোধের জন্য আসা ৬০ লক্ষ টাকা শেষ পর্যন্ত দিল্লীতে ফেরৎ চলে যাচ্ছে বলে রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের কাঁটাখালি এলাকায় ভাঙ্গন রোধে ৪টি বেড বোল্ডার বার নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সেচ দপ্তর ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষকে এই টাকা পাঠান মাস কয়েক আগে। সেই অনুযায়ী জরুরীকালীন ভিত্তিতে কাজ করার জন্য ব্যারেজের রাইট ব্যাঙ্ক প্রজেক্টের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার টেণ্ডার আহ্বান করে ৪ জন ঠিকাদারকে ওয়ার্ক অর্ডার দেন প্রায় মাস দেড়েক আগে। কিন্তু এ পর্যন্ত ওই কাজ শুরুর প্রাথমিক পর্ব্বটিও সমাধা করে উঠতে পারেননি কোন ঠিকাদারই। সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রামবাসীদের অসহযোগিতা এবং দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে রেষারেষির ফলে ভীত ঠিকাদাররা সমস্ত ঘটনা ব্যারেজের সংশ্লিষ্ট এক্সিকিউটিভকে জানিয়েছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত কিছুই করা যায়নি। ব্যারেজের জনৈক মুখপাত্র জানান, বোল্ডার বার তৈরীর নির্দিষ্ট এলাকায় পাথর রাখার জন্য স্থানীয় অধিবাসীরা ঠিকাদারকে জমি ব্যবহার করতে দিচ্ছেন না। উচ্চহারে ভাড়া দিয়েও জমি না পাওয়ায় ঠিকাদারেরা পিছিয়ে এসেছেন। ঠিকাদাররা কাজ শুরু না করতে পারার আরও একটি কারণ, শ্রমিক নিয়োগ নিয়ে অশান্তি। দুটি বৃহত্তর রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে ওই নির্মাণ কার্য্যে স্ব স্ব দলভুক্ত সমর্থকদের নিয়োগ করার জন্য ঠিকাদারকে ভয় দেখানো হচ্ছে। (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিদ্যুৎ বিভাগে ফের রহস্যজনক চুরি জড়িত সন্দেহে কর্মী গ্রেপ্তার

বিশেষ সংবাদদাতা : বিদ্যুৎ বিভাগের মেন্‌টেন্যানস্ শাখার প্রায় ৩০ হাজার টাকা মূল্যের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম পুনরায় রহস্যজনকভাবে চুরি হয়ে গেছে। ঘটনাটি জানাজানি হয় রবিবার সকালে। পুলিশ এ ব্যাপারে উমরপুর সাব-ষ্টেশনের কর্মী শশাঙ্ক ব্যানার্জীকে গ্রেপ্তার করেছে। বিদ্যুৎ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, চুরির ঘটনাটি ঘটেছে সাব-ষ্টেশনের ষ্টক ইয়ার্ড থেকে। গত এক বছরে এ নিয়ে বার কয়েক চুরির ঘটনা ঘটল। ওইসব চুরিতে লক্ষাধিক টাকার বৈদ্যুতিক মালপত্র খোওয়া গেছে। অনেকেরই সন্দেহ, এর পিছনে একটি বিশেষ চক্র রয়েছে। মাস তিনেক আগে তালাবন্ধ ঘর থেকে বহু টাকার সরঞ্জাম চুরি যায়। পরে চুরি যায় মূল্যবান হ্যালোজেন ল্যাম্প। কোন চুরির ঘটনা নিয়েই এতদিন কোন রকম তদন্ত হয়নি। (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জঙ্গিপুর কলেজ নিয়ে ফের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : 'ষ্টুডেন্টস্ অব আর্টস্ উইল নট বি এলাউড টু টেক ইকনোমিক জিওগ্রাফি এ্যাজ কমবিনেসন সাবজেক্ট ডিউ টু সরটেজ অব এ্যাকোমোডেসন'—১ জুলাই টিচার্স কাউন্সিল এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিয়ে জঙ্গিপুর কলেজে একাদশ শ্রেণীতে অর্থনৈতিক ভূগোল পঠন-পাঠন বন্ধ করে দিয়েছেন। ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ জানিয়ে অধ্যক্ষের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ায় কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কালিদাস চ্যাটারজি শেষ পর্যন্ত ১৫ জুলাই এ সম্পর্কে আলোচনার জন্য এক সভা ডেকেছেন। শ্রীচ্যাটার্জির আশ্বাস, মাধ্যমিক ফলাফলের ভিত্তিতে একাদশ শ্রেণীর কলা বিভাগে অর্থনৈতিক ভূগোল পাঠের সুযোগ দেওয়ার বিষয়টি ফের বিবেচনা করা হবে। এদিকে কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী আমাদের প্রতিনিধিকে অভিযোগ করেন—জঙ্গিপুর কলেজে শিক্ষাকে সঙ্কুচিত করার ষড়যন্ত্র চলেছে। গত শিক্ষা বর্ষেও সপ্তাহে মাত্র একটি ক্লাস রেখে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে অর্থনৈতিক ভূগোল (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ধুলিয়ান কন্‌জুমার্সের খাতাপত্র আটক

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান কন্‌জুমার্সের কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিমিটেডের ক্যাশ বইসহ কয়েকটি খাতাপত্র সীজ করে বহরমপুরে পুলিশ সুপারের কাছে জমা দিয়েছেন ধুলিয়ানের এনফোরসমেণ্ট অফিসার। ঐ অফিসার দোকান কর্মচারী ইউনিয়ন কর্তৃক আনীত মিথ্যা ভাউচার ছাপিয়ে কম দামে মালপত্র বিক্রী, অর্থ তছরূপ, কন্‌জুমার্সের বিধি লঙ্ঘন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে পুলিশ সুপারের নির্দেশে তদন্ত করেন। সেইমত খাতা- (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ধুলিয়ানে শিক্ষক নিয়োগ স্থগিতে ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পুরসভায় ১০ জন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য ইনটারভ্যু আচমকা স্থগিত রাখার ঘটনায় বিভিন্ন মহলে সো র গো ল উঠেছে। অভিযোগ, সি পি এম দলের স্থানীয় নেতাদের হস্তক্ষেপের ফলেই এমনটি ঘটেছে। খবরে প্রকাশ, ফরাক্কা, জঙ্গিপুর, সাগরদীঘি এবং ধুলিয়ানের প্রায় ২০০ যুবক ঐ পদে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুর কর বৃদ্ধি রুখতে চাই সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ

নকড়ি মুখোপাধ্যায়

প্রতিটি জিনিষ পুরাণো হলে বা ভেঙ্গে গেলে তার দাম কমে, একথা সবাই জানেন। কিন্তু যে কথা হয়তো অ কেই জানেন না তা হলো এই যে শহরের বাড়ী-ঘর পুরাণো হলে বা ভেঙ্গে গেলে মিউনিসিপ্যালিটীর হিসাবে তাদের দাম কখনও কমে না। বরং উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে—এলাকার বাসিন্দাদের সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য বাড়তি কোনও আলো,রাস্তাঘাট, বাজার, স্কুল, জঞ্জাল সাফাইয়ের ব্যবস্থা না করেই। এটা একটা হেঁয়ালির মত প্রথা। সারা পশ্চিমবঙ্গের মিউনিসিপ্যালিটীগুলিতে হোল্ডিং' কন্‌জার-

বহরমপুর পুর বোর্ড বাতিল জিয়াগঞ্জে অস্থিরতা

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহরমপুর পুর বোর্ডকে অস্থায়ীভাবে বাতিল করেছেন। সেই সঙ্গে সদর মহকুমার এস ডি ও প্রশাসক হিসাবে পুরসভার দায়িত্ব নিয়েছেন। এদিকে অস্থির অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ পুরসভার সি পি. এম পুরপতি অশোক সিংহ পদত্যাগ করেছেন ২ জুলাই।

ভ্যানসি, লাইট, এডুকেশন খাতে পৃথক পৃথক হারে পুর কর প্রচলিত আছে। নিজ নিজ এলাকার সামর্থ্য অনুযায়ী করের রেট ধার্য্য আছে। ট্যাক্সের সমতা আনার জন্য বামফ্রন্ট সরকার বঙ্গীয় পৌর (সংশোধিত) আইন ১৯৮০ সাল পাস করে সাবেকী ৪টি খাতে ট্যাক্স না ধরে বাড়ীর যে বাৎসরিক মূল্যায়ন আছে সর্ব্বত্র তার উপরে একটি নির্দিষ্ট দেয় স্লাবের হারে পুর কর ধার্য্য করার আদেশ দিয়েছেন ; যারা গরীব তাদের ট্যাক্স বাদ এবং যারা ছোট তাদের ট্যাক্স রেট অপেক্ষাকৃত (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে আষাঢ় বুধবার, ১৩৯০ সাল

॥ দিন আগত ঐ ॥

খুব সম্প্রতি একটি খবর সকলকে চমক ধরাইয়া দিয়াছে। আর এই সংবাদে রাজ্যস্থ 'তা-বড়' হইতে 'অতি ক্ষুদে' শিল্প সংস্থা, বিভিন্ন অফিসের কর্মীকুল, হাসপাতালসমূহের ডাক্তার, রোগী-নার্স, পাঠার্থী সম্প্রদায়, গৃহিণী-কুল—আর কত বলিব? —আসমুদ্র হিমাচল এই রাজ্যের জনগণ পুলকে ডগমগ হইয়া উঠিয়াছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু শয়তান নামক বিশ্বনিন্দুক ও বিশ্ববখাটে ছোকরা সকলের চোখে আঙ্গুল দিয়া বলিতেছে—'অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরে'। এ হেন সংবাদটি কী? রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ নাকি ভাবিতেছেন যে, বিহার ও ওড়িশাকে তাঁহারা বিদ্যুৎ বিক্রয় করিবেন।

অত্যন্ত দৈন্যদশার মধ্যে থাকিয়াও বাহ্যিক আচরণে খানদানী ও দরাজ ভাব প্রকাশের ব্যাপার লইয়া রবীন্দ্রনাথের 'ঠাকুরদা' গল্পে যে ট্রাজিক বা করুণ দিক আছে, পাঠক সাধারণের নিশ্চয়ই তাহা নজর এড়াইয়া যায় না। পশ্চিমবঙ্গের চিরাচরিত বিদ্যুৎ বিভ্রাট ও স্থায়ী বিদ্যুৎ দৈন্য সত্ত্বেও বিহার-ওড়িশাকে বিদ্যুৎ বিক্রয় করিবার যে তুঘলকী চিন্তা-ভাবনা, তাহা একই শ্রেণীরই এক ট্রাজেডি।

বিদ্যুতের অপর নাম চপলা। এই চপলা, যত কেন ব্যবস্থাই চলুক, সরবরাহে চাঞ্চল্য প্রকাশ করিবেই। অবশ্য বিদ্যুৎকে বশীভূত করিবার হিম্মৎ যাহাদের আছে, বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রের তাবৎ নিষ্ঠাবান কর্মী তথা তত্তৎ রাজ্য সরকারের বিদ্যুৎ দপ্তরের সুষ্ঠু পরিচালনায় সেখানে বিদ্যুৎ যোগান অব্যাহত। কিন্তু এই রাজ্যের হাল কী, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। বছরের পর বছর ধরিয়া বিদ্যুৎ বিভ্রাট এই রাজ্যে যে ক্রনিক রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা লিখিয়া লিখিয়া অতি পুরাতন হইয়াছে। রাজ্যের মানুষের সকল অবস্থাই গা-সহা হইয়া গিয়াছে।

তথাপি এই নিবন্ধের অবতারণা কেন? স্বাভাবিক প্রশ্ন। উত্তর এই যে, একটি মাত্র দিনের বিদ্যুৎ উৎপাদন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ বিক্রয়ের ব্যাপার মিলাইয়া দেখার জন্যই এই নিবন্ধ। বিদ্যুৎ পর্ষদ প্রদত্ত ফিরিস্তি অনুসারে গত ২৭ জুন ব্যাণ্ডেলের পাঁচ নম্বর ইউনিট বিকল হয়। সি-ই-এস-সি টিটাগড় কেন্দ্রের এক নম্বর ইউনিট বন্ধ করা হয়। মেটিয়াবুরুজে সি ই এস সির সাদারন জেনারেটিং ষ্টেশনের দুইটি ইউনিট পঙ্গু হয়। ডি ভি সি এবং সাঁওতালডি বিদ্যুৎ যোগানে ব্যর্থ হয়। ইত্যাদির ধাক্কায় বিদ্যুৎ প্রাপ্তিতে এত অসুবিধা। বছরের পর বছর প্রায় প্রতিদিনই বিদ্যুৎ যোগানে জোড়াতালি চলিতেছে। সুতরাং পর্ষদ বিদ্যুৎ বিক্রয় করিবার কথা যদি ভাবেন (অন্ততঃ সংবাদে তাহাই দেখা গিয়াছে), তবে রাজ্যবাসী কেন না আনন্দাপ্লুত ও গদগদচিত্ত হইয়া বলিবেন 'দিন আগত ঐ'?

॥ ভিন্ন চোখে ॥

মানুষের মনের গতিপথ অতি বিচিত্র। কখনও কখনও অদ্ভুতভাবে তার প্রকাশ ঘটে। শিক্ষা-সংস্কৃতির মার্জনার ফলে মন নাকি পরিশীলিত, উদার শিক্ষিত হয়। সব সময় শিক্ষার পালিশ্ কাজ করে না। 'কমলহীরের টুকরো' সুস্থ-শিক্ষিত উদার মনের একমাত্র মাপকাঠি নয়।

বর্তমানে শিক্ষাদীক্ষা সংস্কৃতি—সব কিছুরই চর্চা বেড়েছে। শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়ছে। মানুষের মন কি সে হারে শিক্ষিত হচ্ছে? বরঞ্চ মানুষের মন আরও অসুস্থ ও সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ছে। মূল্যবোধ হারিয়ে যাচ্ছে। আমার এক প্রিয় অধ্যাপক বহুদিন আগে প্রাক্তন ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন: 'দেশটা শিক্ষিতলোকে নষ্ট করে ফেলল। যত দেখবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোটা মোটা ছাপমারা শিক্ষিত লোক তাদের মধ্যে করাপ্শন্ তত বেশি।'

অধ্যাপক মশাই-এর এই ক্ষোভের কথা সেদিন বুঝতে পারি নি। আজ কিছুটা পারছি। আজ আমরা বড় বড় মাপের ঝকমকে শিক্ষার তকমা এঁটে সমাজের বুকে বড় বড় বুলি কপচাচ্ছি। বাইরে আমাদের পরিচিতি প্রগতিশীল বলে—অথচ নিজেদের সংসার বিকৃত সংস্কৃতির বন্যায় ভেসে যাচ্ছে।

আবার সমাজের বিপরীত মেরুর সাধারণ মেহনতী মানুষরা এখনও সকলে তথাকথিত শিক্ষার পোষাক পড়ার সুযোগ পায়নি। তাই তাদের মধ্যে এখনও কিছুটা মূল্যবোধ, সরলতা থেকে গেছে।

আমরা আসল রূপটা ঢাকা দিতে পারছি না। মনের বাগানের হতশ্রী রূপটা প্রকাশ হয়ে পড়ছে।

বিদ্যাসুন্দর নাটকের হীরা মালিনীর সেই বিখ্যাত গানটি অনেক রসিকজনের জানা আছে:

'আমার ভাঙা বাগান যোগান দেওয়া ভার
ফুলে নেই সে বাহার।'

আমাদের মনের বাগানও ক্রমশঃ আগাছায় ঢেকে যাচ্ছে। বাহারী মরশুমী ফুল থাকলেও সেগুলোতে কোন গন্ধ নাই। আছে বিষাক্ত কীট।

তবে ব্যতিক্রম আছে। যাঁরা কমলহীরের টুকরো নিঃসৃত আলোয় চিত্তশুদ্ধি করেছেন—যাঁরা মানুষকে ভালোবাসেন, যাঁরা সব ভণ্ডামীর জাল ছিন্নভিন্ন করে মানুষের আনন্দের হাটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাঁরাই আমাদের কাছে প্রণম্য। এঁরাই বোধ হয় আমাদের কাছে প্রকৃত শিক্ষিত। এঁরাই সমাজ—দেশ ও দশের গর্ব।

মণি সেন

জঙ্গিপুরের চিঠি

সেইদিন এক ভদ্রলোক কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন 'আম কেমন খাইলেন?' আমি বলিলাম 'কেন, যেমন করিয়া লোকে খায় আমিও তাহাই করিয়াছি।' তিনি বলিয়া চলিলেন—এইবার তো এখানে আমের ছড়াছড়ি। বাজার মাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। বাগানে বাজারে বৈঠকে এমনকি পাক্ষিকের বক্ষপুটেও।

'কিন্তু কেমন করিয়া আম খাইতে হয় জানেন কি?' —ভদ্রলোক আবার প্রশ্ন করিলেন। উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তিনি বলিয়া চলিলেন—বঙ্কিমবাবুর 'মনুষ্য ফল' পড়িয়াছেন কি? আমি বলিলাম—'মনুষ্য ফল' পড়িয়াছি তবে সরাসরি বঙ্কিমবাবুর নিজ নামে লেখা নয়—কমলাকান্তের কলমের লেখা রচনায়। জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি কি ইংগিত করিতে চাহিতেছেন? আমি তো কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি আপনাদের মত অ্যাতেল ত্যাতেল নই। তবে আমি সোজাসুজি বলিতে চাহি—অমন মোসাহেবি করিয়া সেলাম জলে ফেলিয়া ঠাণ্ডা করিয়া তাহাতে খোসামোদের বরফ দিয়া শীতল করিয়া তাহাতে স্বার্থের ছুরি চালাইয়া স্বচ্ছন্দে খাইবার মত অত সূক্ষ্ম বুদ্ধি আমার নাই, প্রবৃত্তিও নাই বলিতে পারেন। তবে মহাশয়, আমের এমন বাড়-বাড়ন্ত যত্র তত্র পরিবেশন দেখিয়া মনে হয় না—সবাই জাতে পাকা। কমলাকান্তের কথায়—ইহারা কিছু কাঁচা-মিঠে—পাকিলে পানসে। উহাদের কুটিয়া লবণ মিশ্রিত করিয়া আম্রপেশী (আমসী) করাই সঙ্গত।

ভদ্রলোকটিকে বলিলাম—মহাশয়, আম লইয়া পড়িলেন কেন? এই কথার মধ্যে তাহাকে শুধাইলাম—কমলাকান্ত লিখিয়াছেন 'এদেশে আম ছিল না, সাগর পার হতে কোন মহাত্মা এই···ফল এ দেশে আনিয়াছেন' —এই মহাত্মা ব্যক্তিটি কে? তাহার বিষয়ে কি কিছু আলোকপাত করিতে পারেন? আমার কথায় ভদ্রলোক যেন কেমন বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিলেন। তাহার মুখচ্ছবি দেখিয়া

(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গুলি নয় ছররা

হুতুম

(স্বরবর্ণ শিক্ষা)

অ য়ে—অনাথের নাথ আছো আলো করি গদি।
আ য়ে—আশা করি আছি খুদকুঁড়ো পাই যদি॥
ই য়ে—ইতর যতেক লোক সহিতে না পারে।
ঈ য়ে—ঈশ্বরে মানত করে সর্ব্বনাশ তরে॥
উ য়ে—উৎখাত করিতে চেষ্টা করে যে বৃথায়।
ঊ য়ে—উনিশবিশ হ'লে সবে অযথা চিল্লায়॥
ঋ য়ে—ঋষি তুমি নাথ লোভ নাহি যে অন্তরে।
৯ য়ে—৯-এর মতো নত তুমি না বোঝে তোমারে॥
এ য়ে—একাই তুমি যে সৎ তুমি বড়ো দাদা।
ঐ য়ে—ঐক্য ভাঙ্গিতে চায় যতসব গাধা॥
ও য়ে—ওদের রোগটি তুমি ধরেছো সঠিক।
ঔ য়ে—ঔষধ কড়া ডোজে দিয়েছো যে ঠিক॥

স্বরবর্ণ শেখো সবে ঢুকি এ খোঁয়ারে।
কি হবে বৃথা সবে সহজ পাঠ পড়ে॥

খেলার খবর

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৫ জুন থেকে জঙ্গীপুর এস, ডি, ও কোর্ট মাঠে অগ্রি-ফৌজ এ্যাথলেটিক ক্লাবের পরিচালনায় শ্যামাপদ দত্ত মেমোরিয়াল রাণিং শীল্ড ও বিশ্বেশ্বরী দেবী মেমোরিয়াল রাণিং শীল্ডের খেলা শুরু হয়েছে। এই প্রতি-যোগিতায় মহকুমার পনেরটি দল অংশগ্রহণ করে। নকআউট প্রথায় এই খেলায় প্রথম পর্বের ফলাফল—গোফুরপুর ভ্রাতৃ সংঘ—৫, জঙ্গীপুর টাউন ক্লাব—০, সম্মতিনগর—৮, সেকেন্দ্রা—১০, মিঠিপুর ২, হরিসভা ১, বিবেকানন্দ ক্লাব—২, কিরণ সংঘ ১, জোতকমল তরুণ সংঘ ৫, ডায়মণ্ড ক্লাব-২, সেবাশিবির-৭, সেনডা প্রাকটিস কর্ণার-৬, জোতকমল এস সি-৫

জঙ্গিপুরের কড়চা

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিয়া আমড়ার বিষয়ে আসিলাম। বলিলাম—দেখুন, আজকাল দামে এবং গুণে আমে আর আমড়ায় যেন ইতর বিশেষ ফারাক নাই। কারবাইড দিয়া পাকানো আমের স্বাদের সঙ্গে গাছপাকা আমড়ার স্বাদের তফাৎ বিশেষ কিছুই নাই।

আমড়াও তো এখন বাজারে আসিয়া ঝাঁকায় জাঁকিয়া বসিয়াছে। তবে কাগজের বুকে তাহার নাম উঠিবে না কেন ?

পদী পিসী হইতে ফয়জু পর্য্যন্ত সবাই এই টক জাতীয় ফল রান্না করিয়া তাহাকে অমৃতময় (!) করিয়া তুলিতে পারেন। খাবারের আসনে বসিয়া পা মেলিয়া চুষিয়া চুষিয়া আমড়ার আঁঠি আস্বাদন—এই চিত্র তো এই সংসারের বাস্তব চিত্র। এখানে ছোট বড়োর ভেদ নাই। নামী অনামীর কোন প্রশ্ন নাই, পুরুষ মহিলার তফাৎ নাই। সরিষা সহযোগে পাক করা আমড়ার চাটনী কাহার না ভাল লাগে! যদি ভালই না লাগে তো—গুরুচরণের নিদান-কালে তাহার ধর্ম সাক্ষী করিয়া গৃহীত পত্নী বরদাসুন্দরী পান্তার সঙ্গে ভাঁটা চচ্চরী চর্ব্বণ এবং ..... টকের আস্বাদন (!) রাখিয়া মুমূর্ষু স্বামীর সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিতে যাইতে বিরক্তবোধ করিয়াছিলেন কেন? আম রসাল হইলেও আমড়ার রসও কম নয়।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

জাতীয় কৃষি উপকরণ পক্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমা কৃষি আধিকারিক গত ৩০ জুন রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের কাঁকুরিয়া কৃষি বীজ খামারে জাতীয় কৃষি উপকরণ পক্ষ উপলক্ষে এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করেন। মহকুমার সমস্ত এই ও, ফার্ম ম্যানেজার, সার ও কীটনাশক বিক্রেতা এবং ব্যাঙ্ককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক পি এস ক্যাথিরেশন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। ১১টায় অনুষ্ঠান হবার কথা কিন্তু জেলা কৃষি দপ্তরের ৪ জন অফিসার দেড়টার আগায় চাষীরা ক্ষুব্ধ হন। মুখ্য কৃষি আধিকারিক এবং কৃষি তথ্য আধিকারিক না আসায় চাষীরা নিরাশ হন। মহকুমা কৃষি আধিকারিক অমলকুমার ব্রজবাসী খরিফ চাষে প্রযুক্তি বীজ, অর্থ, সার, কীটনাশক ও সেচ নিয়ে আলোচনা করেন। কয়েকজন চাষীর অভিযোগ, গ্রামের ছোট দোকানদার সারে ভেজাল দিচ্ছে এবং পঞ্চায়েতের মিনিকীটের বীজ ধান এখনো বিলি হয়নি।

॥ বাঁধ রক্ষায় প্রশাসন ॥

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ঐ মুখপাত্রটি জানান, এ অবস্থা চলতে থাকলে আর মাস দুয়েক অপেক্ষা করার পর টাকা দিল্লীতে ফেরৎ চলে যাবে। গ্রামবাসীরা যদি নিজেদের ভাল না বোঝেন বা রাজনৈতিক নেতারা এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করেন তবে এ ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। এদিকে আহিরণ থেকে জঙ্গিপুরের উপর দিয়ে বন্যা ও ভাঙ্গন রোধে নিরাপত্তার জন্য ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ মাটি ফেলে যে এ্যাফ্লেক্স বাঁধটি নির্মাণ করেছেন তাও কোথাও কোথাও বিপদজনক হয়ে পড়েছে। গ্রামবাসীরা নিজেদের প্রয়োজনে বাঁধ থেকে ব্যাপকভাবে মাটি কেটে নেওয়ায় ব্যারেজ থেকে বাঁধ সম্পর্কে আশংকা প্রকাশ করে জঙ্গিপুরের এস, ডি, ও এবং রঘুনাথগঞ্জ থানায় অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় প্রশাসনিক তরফে কেউই বাঁধ রক্ষার ব্যাপারে ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। ব্যারেজের মুখ-পাত্রটি জানান, এ্যাফ্লেক্স বাঁধের কোনো রকম ক্ষতি হলে জঙ্গিপুরের বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা দেখা দেবে। সমস্ত ঘটনা কেন্দ্রীয় সেচ দপ্তরেও জানানো হয়েছে।

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

চাই সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কম ধরা হয়েছে। এই বিভেদ সৃষ্টি আসলে গরীবদের ভোটের দিকে দৃষ্টি রেখে একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ মাত্র। হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা জেলার ও কোলিয়ারী এবং চা বাগান এলাকার মিউনিসিপ্যালিটীগুলো শিল্পসমৃদ্ধ; তার সঙ্গে জঙ্গিপুরের এই ছোট মিউনিসি-প্যালিটীকে আইনবলে এক পর্য্যায়ভুক্ত করে কৌলীন্য দান করা হলেও আদর্শের দিক থেকে সুবিচার হয়নি। মিউনিসি-প্যালিটির আয় কিসে বেশী হবে তার পথ দেখানোর একটা চমক আছে। এবারে এ্যাসেসর সেই উদ্দেশ্যে সর্ব্বপ্রথম বাড়ী-গুলির পুরানো বাৎসরিক মূল্যায়ন প্রায় ১৪% শতাংশ বৃদ্ধি করেছেন এবং সেই বর্দ্ধিত মূল্যায়নের উপর চলতি হার ১৭½% এর পরিবর্ত্তে স্লাব রেটে ২৫% ট্যাক্স চাপিয়েছেন (৫০০-২০০০ টাকা মূল্যায়ন) এইভাবে একই বাড়ীর দোধারী ট্যাক্স বৃদ্ধি করায় করদাতাগণ খুবই বিপন্ন হয়ে পড়েছেন। গতবারে বাড়ীর যে ভ্যালু-য়েশন ছিল সেটাকে ঠিক রেখে বর্দ্ধিত স্লাব রেটে তার উপর ট্যাক্স নিরূপণ করলে মিউনিসিপ্যালিটীর আয়ও বাড়তো—এতটা অস্থিরতা আসতো না। বি এম এ্যাক্টের ১৩৭ (১) ধারায় বিধান আছে যে প্রতি ৫ বছর অন্তর পুর কর সংশোধন পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন করা যাবে। ১৯৭৯-৮০ সালে জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীতে এ্যাসেসমেন্ট হয়েছে এবং সেই ট্যাক্স ৩১-৩-৮৪ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ ও কার্যকরী থাকবে। সুতরাং আগামী ১৯৮৪ ৮৫ সালে এ্যাসেসমেন্ট হওয়ার কথা—এখন নয়। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটি ১৪৭ (২) ধারামতে যে নোটীশ জারী করেছে তাতে ১-৪ ৮৩ (১-৪-৮৪ হবে) থেকে এবারের বর্দ্ধিত ট্যাক্স আদায় হবে জানিয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিচার্য্য এই যে কোন এ্যাসেসর বা পুর প্রতিষ্ঠান নিজের মর্জিমত প্রচ-লিত আইনকে লঙ্ঘন করতে পারে কিনা বা বঙ্গীয় পুর (সংশোধিত) আইন ১৯৮০ সালের ভিত্তিতে রচিত এ্যাসেস-মেন্ট জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর ক্ষেত্রে কোন্ তারিখ থেকে প্রযোজ্য হবে এবং সেই পরিবর্ত্তন চালু করার সিদ্ধান্ত কমি-শনারদের সভায় রেজলিউশান দ্বারা গৃহীত ও ঢোল সহরৎ দ্বারা জনসাধারণে প্রচা-রিত হয়েছে কিনা সেটা যাচাই করা দরকার। এটা আইনঘটিত প্রশ্ন। দমদম ও পাণিহাটী মিউনিসিপ্যালিটীর করদাতা গণ কলিকাতা হাইকোর্টের মহামান্য বিচারক বি সি রায়ের কোর্টে তাদের পুর কর স্লাব রেটে ধার্য্যের বিরুদ্ধে মামলা করায় (১০-৬ ৮৩) ইনজাংসন পেয়েছেন এবং পূর্ব্ব হারে কর আদায় নিবার জন্য উক্ত দুটি প্রতিষ্ঠানের উপর রুল ইস্যু হয়েছে। রিভিউ কমিটিতে কারও কারও ট্যাক্স কিছু না কিছু কমবে। কিন্তু সকলের ভাগ্যে তো আর শিকা ছিঁড়বে না নিশ্চয়ই। সুতরাং আদালতের আশ্রয় বিনা সার্বিক প্রতিকার হবে না। একমাত্র সংযুক্ত নাগরিক কমিটি বা বিরোধীতায় দলগুলি এগিয়ে এসে নেতৃত্ব দিতে পারেন, তবে প্রত্যেকের খরচপত্রও কম হবে। শহরের বুদ্ধিজীবী মানুষ ও জনপ্রতিনিধিগণকে এ বিষয়ে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

ফরাক্কায় যুক্ত শ্রমিক কনভেনসন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ধুলিয়ান : ফরাক্কার বাম ও ডানপন্থী কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন-গুলির একটি যুক্ত কনভেনসন অনুষ্ঠিত হয় ২৮ এবং ২৯ জুন। ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধে এবং প্রকল্প ভাতাসহ কর্মীদের কয়েকটি সুনির্দিষ্ট দাবীর সমর্থনে এই কনভেনসনে বক্তব্য রাখেন ইউ টি ইউ সি নেতা সুনীলরঞ্জন সেনগুপ্ত, বারই জুলাই কমিটির ভবতোষ ঘোষ, এন এল সি লির লক্ষ্মীকান্ত বসু, ইউ টি ইউ সি (লেনিন সরণী)'র অচিন্ত্য সিংহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। কনভেনসনে ৪ থেকে ৬ আগষ্ট পেন ডাউন, টুল ডাউন কর্ম-সূচী রূপায়ণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিভিন্ন দুর্ঘটনায় মৃত—২

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতি রঘুনাথ-গঞ্জ থানার গদাইপুরের কাছে রেল ল ইনের উপর এক ব্যক্তির দ্বিখণ্ডিত দেহ উদ্ধার করা হয়। ঐ ব্যক্তি ট্রেনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে বলে প্রকাশ।

আজ বুধবার বিকেলে মিঞাপুরে অসীম দাস নামে এক যুবক (২৩) মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। একটি বাসকে ওভারটেক করার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে পুলিশ জানায়। অসীমের এক সঙ্গী এই দুর্ঘটনায় আহত হয়। বাসটি বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোনঃ জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

ফের অভিযোগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিষয়টি উপেক্ষিত রাখা হয়। এবছরও টিচার্স কাউনসিলের গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলে ঐ বিষয়টি উপেক্ষিত থাকায় ছাত্র ছাত্রীরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে, স্থানাভাবের যুক্তি দেখিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর কলেজ কর্তৃপক্ষ খামখেয়ালীপনা চাপিয়ে দিচ্ছেন। এদিকে ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে রতন মণ্ডল এক লি বি ত বিবৃতিতে জ ঙ্গি পু র কলেজে চরম অব্যবস্থার অ ভি যো গ এনেছেন। বিবৃতিটি ২৫ জুন সাংবাদিকদের দেওয়া হয়েছে। শ্রীমণ্ডল বলেছেন, মহকুমার এই কলেজটিতে চরম অচলাবস্থা চলছে বহুদিন ধরে। কলেজের অন্যান্য কাজ সবই হচ্ছে শুধু পড়াশোনার বিষয়টি বাদ দিয়ে। এ ব্যাপারে কলেজ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ বহু বার করেছি। কিন্তু কোন ফল হয়নি। অর্থ বিদ্যায় এবং বিজ্ঞান বিভাগে বিশেষ করে রসায়ন শাস্ত্র, জুলজি এবং বোটানিতে খুব অনিয়মিত ক্লাস হয়। অর্থবিদ্যায় যে দু'জন অধ্যাপক আছেন তাঁরা ক্লাস নেওয়ার ব্যাপারে খুবই অনিয়মিত। সপ্তাহে তাঁদের খেয়াল খুসি মত মাত্র তিন দিন ক্লাস নেন। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ফল প্রতি বছরই খুবই খারাপ হয়। গত বছরের আগে বি-কম পরীক্ষায় কোন ছাত্রই কৃতকার্য হতে পারেনি। রসায়ন শাস্ত্রে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী অধ্যাপক থাকা সত্ত্বেও প্রায়ই ক্লাস হয় না। এত অধ্যাপক থেকে ছাত্রদের কোন লাভ হয়নি, লাভ হয়েছে অধ্যাপকদের নিজেদের। তাঁদের অফ ডের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বি এস সিতেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশের হার হতাশাব্যঞ্জক। ঐ বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে বোটানি বিভাগ অধ্যাপক অনুপস্থিতির জন্য বহুদিন তালা বন্ধ থাকে। এবং কোন ক্লাস হয় না। বিভাগীয় প্রধান অধিকাংশ দিন কলকাতায় থাকেন। জুলজি বিভাগের অনৈক ড়কটরেটধারী অধ্যাপক প্রতি সপ্তাহে জঙ্গিপুর-কলিকাতা পরিক্রমা করেন। তিনি সপ্তাহে অধিকাংশ দিনই অনুপস্থিত থাকেন কলেজে। কলেজের অধিকাংশ বহিরাগত অধ্যাপকই ক্লাসের ব্যাপারে খুবই অনিয়মিত। বেশীর ভাগ অধ্যাপক দিনের পর দিন কলেজে অনুপস্থিত থাকেন এবং ক্লাস নেন না। তাঁর প্রশ্ন শিক্ষাক্ষেত্রে এ অবস্থা আর কতদিন চলবে? ছাত্রদের ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী জঙ্গিপুর কলেজের এই চরম অব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি দেবেন কি?

সন্দেহে কর্মী গ্রেপ্তার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পুলিশও খুব একটা গা করেনি। তৃতীয় চুরির ঘটনার খবর পেয়ে তারা তা নিয়ে তদন্তে নামে। এবং কোন এক-জনের জবানবন্দী অনুযায়ী নাকি বিদ্যুৎ বিভাগের ঐ কর্মীটিকে থানায় নিয়ে আসা হয় রবিবারই। মঙ্গলবার বিদ্যুৎ বিভাগের পদস্থ অফিসারেরা রঘুনাথগঞ্জ থানায় যান। এবং তারপরই আনুষ্ঠানিকভাবে ঐকর্মীটিকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। অবশ্য অপহৃত মালপত্রের কিছুই এ পর্যন্ত উদ্ধার করা যায়নি। এদিকে বিদ্যুৎ বিভাগের এক শ্রেণীর কর্মচারী চুরির ঘটনায় কর্মীটিকে গ্রেপ্তারের নিন্দে করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, কর্মীটিকে গ্রেপ্তারের শিছনে ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ রয়েছে। পুলিশের হাতেও তাঁকে যথেষ্ট লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। বর্তমানে ঐ কর্মীটিকে জঙ্গিপুরের এস ডি জে এমের নির্দেশ রঘুনাথগঞ্জ থানা লকআপে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে।

নিয়োগ স্থগিতে ক্ষোভ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রার্থী থাকায় ১৮ এবং ১৯ জুন তাদের ইনটারভ্যু ডাকা হয়। ই ন টা র ভ্যু আচমকা বন্ধের ফলে তারা অযথা হয়রান হয়ে ফিরে যান। এদিকে ধুলিয়ানের মানুষজন পুর শিক্ষক পদে শুধুমাত্র স্থানীয়দের নিয়োগপত্র দেবার দাবী জানিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, সরকারী নিয়ম অনুযায়ী শূন্য শিক্ষক পদগুলি দুভাবে পূরণ করতে হবে। যথা এ্যাডিশনাল টিচার বা অতিরিক্ত শিক্ষকের শূন্যপদ এবং নর্মাল টিচার বা সাধারণ শিক্ষকের শূন্যপদ, যা কেবলমাত্র মৃত শিক্ষকদের পরিজনরা পাবার অধিকারী। ধুলিয়ান পুর কর্তৃপক্ষ তা মেনে না চলায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে।

খাতাপত্র আটক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পত্রও আটক করা হয়। তিনি ২২ জুন এই সংবাদদাতাকে জানান, এ ব্যাপারে এ আর সি এস থেকে অনুমতি পাওয়া গেলে এ সম্পর্কে মামলা রুজু করা হবে। প্রকাশ, ধুলিয়ান কনজুমার্সের পক্ষ থেকে এই অনুমতি যাতে না মেলে এবং ঘটনা ধামচাপা পড়ে তার জন্য জোর তদ্বির চালানো হচ্ছে। স্থানীয় মানুষেরা এ ঘটনায় উদ্বিগ্ন। তাঁরা অবিলম্বে পূর্ণ ঙ্গ তদন্তের ভিত্তিতে এ সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছেন। তাঁদের ধারণা তদন্তের ফলে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়তে পারে।

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্য ব্যবহারের
জন্য সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার

স্থানীয় জনসাধারণের প্রয়োজন ও পছন্দমত রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে এই প্রথম একটি "ষ্টীল" ফার্ণিচারের দোকান খোলা হইয়াছে।

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী সোফাকাম বেড, ফোল্ডিং খাট, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

দাস অটো ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস

উমরপুর (৩৪নং জাতীয় সড়ক) মুর্শিদাবাদ

প্রোঃ মদনমোহন দাস

এখানে গাড়ীর যাবতীয় ইলেকট্রিকের কাজ করা হয়।

এবং গ্যারান্টিসহকারে ব্যাটারী নির্মাণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

ফোন : ১১৫

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড

মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।